বিলেতের কথকতা

- নন্দিনী হোসেন

ইসরেলের পণ্য বয়কট

সপ্তাহ চার পাচ আগের কথা। রবিবারের সকালে কাছের সুপারমার্কেট *বাজেনস* (Budgens)-এ যাবো বলে রওনা দিয়েছি। বাসা থেকে হেটে মাত্র দুই মিনিটের রাস্তা। সামনের রাস্তাটা পার হয়ে ওপারে গেলেই সুপারমার্কেট। ট্রাফিক লাইটের এ পাশে দাড়িয়েই দেখতে পাই ও রাস্তায় বেশ কয়েকজন মানুষ হাতে বড় বড় কিছু প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাড়িয়ে আছে। প্রথমে তেমন কোনো কৌতূহল বোধ করিনি। কারণ এখানে প্রায়ই দেখা যায় বড় লরিতে বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে কিছু মানুষ শুটিংয়ে ব্যস্ত। অনেক সময় বিবিসি–র গাড়িও দাড়ানো দেখতে পাই। ভাবছিলাম বড় প্ল্যাকার্ড হাতে দাড়িয়ে থাকা লোকগুলো সেই রকমই কিছু করছে হয়তো।

কিন্তু রাস্তার ওপারে গিয়ে প্ল্যাকার্ডের বড় লেখাগুলোতে চোখ পড়তেই সে ভুল ভাঙলো। তাতে লেখা, Boycott Israeli Goods (বয়কট ইসরেলি গুডস বা জিনিস)। লেখাগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মানুষগুলোর মুখে প্রতিস্থাপন করে দেখলাম তাদের কেউই বাদামি কিংবা কালো চামড়ার নয়। সবাই শাদা চামড়ার নারী–পুরুষ। ষাটউর্ধ নারী–পুরুষের সঙ্গে আছে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরাও।

তাদের পাশ কাটিয়ে সুপারমার্কেটের বাইরের ক্যাশ মেশিনের সামনে দাড়াই। রবিবারের সকাল থাকায় বেশ একটা ছোটখাটো লাইন জমে গেছে ক্যাশ মেশিনের সামনে। তাকিয়ে দেখি একটি বিশ বাইশ বছরের ঝলমলে চেহারার সুবেশী মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার হাতে ধরা কিছু লিফলেট। আমার সামনে লাইনে আরো দুজন মহিলা ছিলেন। মেয়েটি সামনের জনের দিকে লিফলেট বাড়িয়ে দিতেই তিনি বেশ প্রবলভাবে দুই দিকে মাথা নেড়ে নেবেন না বলে জানিয়ে দেন। তার পরের জন আবার নিজে যেচেই হাত বাড়িয়ে দেন নেয়ার জন্য। মেয়েটি তখন বেশ একটা কৈফিয়ত দেয়ার সুরে অথচ দৃঢ়ভাবে বলে, বয়কট ইসরেলি গুডস মানে এই নয় যে আমরা Jewish বা ইহুদি ধর্মের বিরুদ্ধে অথবা ইসরেলি জনগণের বিরুদ্ধে।

আমাদের প্রতিবাদ শুধু ইসরেলি সরকারকে চাপে রাখার জন্য। আমরা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্ বা মুক্ত প্যালেস্টাইন আন্দোলনকে সমর্থন দিচ্ছি। যিনি মেয়েটির কাছ থেকে লিফলেটগুলো নিলেন তিনিও সমর্থন করলেন কথাগুলো। লক্ষ্য করছিলাম কথা বলতে বলতে মেয়েটি আমাকে কয়েকবার দৃষ্টি দিয়ে জরিপ করে নিচ্ছিল। হয়তো তার পরবর্তী টার্গেট ঠিক করছিল।

সত্যিই তাই। আমাকে তারপরই একটু দ্বিধান্বিতভাবেই সামান্য মুচকি হেসে বাড়িয়ে দিল লিফলেটগুলো। প্রথমে আমাকে দেখে বেশ উৎসাহিতই ছিল মেয়েটি। পরে আমার নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি দেখে দ্বিধায় পড়েছিল হয়তো। যাই হোক। হাতে নিয়ে দেখি তার একটিতে একটি কিশোরীর ছবি। লোহার শিকের গরাদের ভেতর বন্দী মেয়েটির চোখে মুখে এক সঙ্গে রয়েছে অসহায় ভবিষ্যতের নির্মম ছবি। ছবির উপরে লেখা :

বয়কট ইসরেলি গুডস। নিচে লেখা ফৃ প্যালেস্টাইন। আরো যে কথাগুলো লেখা তা এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি পাঠকদের সুবিধার্থে।

Palestinians are barred from basic rights in their own land by lsrael. They have now endured years of sufferings under millitary occupation, and urgently need your help. Support the Big campaign - Check the Label-lf lt's From lsrael Don't Buy lt! অর্থাৎ *প্যালেস্টাইনিরা নিজেদের দেশে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে ইসরেল দ্বারা। ইসরেলি সামরিক দখলদার বাহিনীর হাতে প্যালেস্টাইনিরা নির্যাতিত হয়েছে বছরের পর বছর। এখন তাদের দরকার আপনার জরুরি সাহায্য। আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করুন। দোকান থেকে জিনিস কেনার আগে লেবেল পরীক্ষা করুন। যদি জিনিসটি ইসরেলের হয় তাহলে সেটি কিনবেন না।* অপর পৃষ্ঠায় পণ্য বয়কটের কারণগুলোর বেশ একটা নাতি দীর্ঘ ফিরিশতি দেয়া। একেবারে শেষের দিকে লেখা If Governments refuse to act, the people must. অর্থাৎ *সরকার যদি কাজ করতে রাজি না হয় তাহলে জনগণকে সেই কাজটি করতেই হবে।*

তারপর কি জিনিস ইসরেল থেকে আসে তারও মোটামুটি একটি লিস্ট আছে। এমন কি যে জিনিসগুলোতে সরাসরি ইসরেল বলে উল্লেখ নেই কিন্তু West Bank অথবা Gazza Y লেখা আছে সেসব জিনিসও কিনতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া অন্য একটি কাগজে তাদের একটি মিটিংয়ের সংবাদ দেয়া। তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। হ্যাম্পস্টেড মিটিং হাউসে বক্তব্য রাখনে Abu Dis (আবু দিস) থেকে আগত একদল বক্তা। যারা সেখানকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মানব অধিকার বিষয়ে কথা বলবেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন Quaker (কোয়াকার – কৃশ্চিয়ানদের মধ্যে একটি ছোট ভিন্ন গোত্র বিশেষ) Ecumenical Accompanier (একুমেনিকাল একোম্পেনিয়ার)। এই গ্রুপ ছোট বহুজাতিক টিমের মধ্যে কাজ করে যারা বিভিন্ন জায়গার মতো প্যালেস্টাইন এবং ইসরেলি কমিউনিটির সঙ্গে লিংক রক্ষা করে চলে, মানব অধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি বিষয়ে।

এদের সঙ্গে আসছেন অ্যানা সিফার্ট (Anna Seifert)। তিনি এদের সঙ্গে আবু দিস–এ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন এবং সেখানকার মানুষের নিজের ভূমিতে বন্দী মানবেতর জীবনের করুণ ছবি বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরবেন।

ভেবেছিলাম যাবো। মিটিং স্থানটিও বাসার কাছেই। কিন্তু আমাদের মতো অধিকাংশ মানুষের যা হয়, তারিখটি ডায়েরিতে টুকে রাখবো ভেবেও তা আর করা হয়নি। পরে যখন মনে পড়লো, দেখলাম তারিখ পার হয়ে গেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো দেশের জিনিস বয়কটের খুব একটা পক্ষপাতী নই। শুধু ভাবছিলাম সরকার অ্যাক্ট না করলে শুধু জনগণের চাওয়াতে কোনো কাজ হয় কি না। জনগণ তার মতামতটা জানাতে পারে। কিন্তু তা কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার একগুয়ে আচরণ করলে জনগণ অনেকটা অসহায়। তারা শুধু ভোটের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতাটা জানান দিতে পারে। আজকাল এমন হয়েছে, জনগণের বেছে নেয়ার স্বাধীনতাটা কমে গেছে আগের

চেয়ে। যেমন এখনকার নিও লেবারের সঙ্গে কনজার্ভেটিভদের পার্থক্য খুব সামান্য। তাই বাধ্য হয়েই মন্দের ভালোটাই জনগণকে বেছে নিতে হচ্ছে।

জনগণের চাওয়া পাওয়াকে আজকাল আর তোয়াক্কা করে না কোনো সরকার যদিও সবই করা হয় দেশের জনগণের নামে। ইরাক যুদ্ধ বিরোধী বড় প্রতিবাদ মিছিল সমাবেশও তো কম করা হলো না এই বৃটেনের মাটিতে। ব্লেয়ার কি শুনেছেন জনগণের কথা? ভাবতে অবাক লাগে, এখনো তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিথ্যা বলেই যাচ্ছেন। ইরাকের জনগণের চিন্তায়, গণতন্ত্র এনে দেয়ার নামে ব্লেয়ারদের ঘুম নেই চোখে। সরকারে যারা থাকে তাদের জনগণের নামে ভণ্ডামিটা শুধু বাংলাদেশের মতো দেশেই নয়, বুশ-ব্লেয়ারদের দেশেও প্রকটভাবেই আছে। রূপটা শুধু ভিন্ন। চালাকির মাত্রাটা আরো সূক্ষ্ম।

লন্ডন থেকে।

১২ অক্টোবর ২০০৫